সংবাদ

তারিখ 01 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুরের মেহেরুননেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা -সংবাদ

নারী জাগরণের পথিকৃৎ এনায়েতপুরের মেহেরুননেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

প্রতিনিধি, চৌহালী (সিরাজগঞ্জ)

সিরাজগঞ্জের চৌহালী উপজেলার এনায়েতপুরে প্রথম নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন সমাজ হিতৈষী কর্মবীর প্রয়াত ডাঃ এম.এম আমজাদ হোসেন। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাকদের ঠেলে দেয়া উর্দুকে প্রতিহত করে মায়ের ভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠায় রফিক, শফিক, জব্বারসহ ভাষা যোদ্ধাদের পৃথিবীর সাড়া জাগানো আন্দোলন নিয়ে কর্মসুচির আহবায়ক এলাকার কৃতি সন্তান ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন (ছাত্র মতিন) যখন ব্যস্ত, ঠিক তখন এলাকার মুসলিম সমাজে নারী জাগরনের পর্দানসীনের অজুহাতের বাধা দমিয়ে এ নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। ২০ সহস্রাধিক নারীকে শিক্ষা ক্ষেত্রে আলোকিত করা প্রতিষ্ঠানটি এলাকার নারী জাগরণে এখনো অগ্রদূতের মতই ভূমিকা রাখছে। সেই ভাষা আন্দোলনের জয় যাত্রায় প্রতিষ্ঠিত এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি এখনো দৃঢ় চিত্তে তার অগ্রযাত্রা ধরে রেখেছে। জানা যায়, নানা মৌলবাদী অপতৎপরতা দমিয়ে দেশের দামাল সূর্য সন্তানরা ৫২ এর ভাষা আন্দোলন যখন দুর্বার গতীতে এগিয়ে নিচ্ছে। ঠিক তখন সিরাজগঞ্জের মুসলিম প্রধান এনায়েতপুর, গোপালপুর, রুপনাই, খামারগ্রাম, বেতিল, গোপিনাথপুর সহ আশপাশের এলাকায় নারীরা ছিল অসহায়। একমাত্র ঘরনী হবার জন্যই তারা বেড়ে উঠতো। ছিলনা কোন স্বাধীনতা। যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে মক্তব ও স্কুলে কোন রকমে লেখা পড়া শেষ সম্ভব হলেও হাই স্কুলে লেখা পড়া করা যেতনা। অভিভাবক ও সমাজের মুরুব্বীদের পক্ষ থেকে পর্দানসীনের অজুহাতে ১২/১৪ বছরের উপরে মেয়েদের ঘর থেকে বের হওয়া ছিল অলিখিত নিষেধাজ্ঞা। হঠাৎ জরুরী প্রয়োজন হলে হাত-পায়ে মোজা এবং বোরকা দিয়ে পূর্ণ শরীর ঢেকে তবেই বাইরে বের হতে হতো। কিন্তু ছেলেদের বেলায় এর কোন কিছুই ছিলোনা। তারা সুশিক্ষিত হয়ে ব্যবসা ও চাকুরী করত। বিদেশ যেত। তখন খাজা ইউনুছ আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা ও বিটিএমসি এর সাবেক চেয়ারম্যান সমাজ হিতৈষী কর্মবীর প্রয়াত ডাঃ এম.এম আমজাদ হোসেন এনায়েতপুরে নারীদের শিক্ষিত করতে প্রথম একটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় করার জন্য সিদ্বান্ত নেন। যা শুনে এলাকার মুরুব্বীগন ও তার বাবা আলহাজ্ব মোসলেম উদ্দিন বাধা হয়ে দাঁড়ান। তারা বলেন, মুসলিম সমাজে মেয়েদের অত শিক্ষার প্রয়োজন নেই। বিয়ে দিলে স্বামী, সংসার নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। তাদের কেন শিক্ষিত হতে হবে। তখন আমজাদ হোসেন তাদের বলেন, শিক্ষিত ছেলেরা তো বড় হয়ে গায়ের অশিক্ষিত মেয়েদের বিয়ে করবেনা। তাই মেয়েদেরও তাদের সমতুল্য হতে শিক্ষিত করতে হবে। একথা শোনার পর সবাই রাজি হলে ৮ বিঘা জায়গা আলহাজ্ব মোসলেম উদ্দিন স্কুলের জন্য দান করেন। পরে ১৯৫২ সালে ভাষার মাস ফেব্রুয়ারিতে আমজাদ হোসেনের টাকায় তার মায়ের নামে এনায়েতপুর গ্রামে ছোট্ট পরিসরে 'মেহেরুন-নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। সমাজ-সেবক প্রয়াত ইউপি চেয়ারম্যান সিরাজ উদ্দিন চৌধুরীকে প্রধান শিক্ষক করে মাত্র ১১ জন ছাত্রী নিয়ে চলা স্কুলটি সমাজের দাসত্বতা ভেদ করে নারীদের সুশিক্ষায় পা বাড়াতে সহায়ক ভূমিকায় অবতীর্ন হয়। এরপর ৬৪ বছরে পথচলায় ১৯ শিক্ষক-কর্মচারীর জেলার স্বনামধন্য এ বিদ্যাপিঠে ২০ সহস্রাদিক ছাত্র-ছাত্রী লেখা পড়া শেষে আলোকিত জীবন গড়েছেন। বর্তমানে ৩ তলা ২টি সুবিশাল ও টিনের ২টি ভবনে সাড়ে ৬শ শিক্ষার্থী পাঠদান করছেন। এখান থেকে পাশ করে খোকশাবাড়ি গ্রামের মিরুলা খাতুন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, গোপালপুর গ্রামের আব্দুল আওয়ালের মেয়ে জান্নাতুল নাইন বায়োমেডিক্যাল সাইন্সে জাপানের স্বনামধন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে আইসিডিডিআরবিতে চাকরি করছেন। এরকম অসংখ্য ছাত্রী করেছেন যারা দেশ বিদেশে সুনামের সাথে কাজ করছে। এ ব্যাপারে মেহের-উন-নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলহাজ মাওঃ আব্দুল আওয়াল জানান, এক ঘরে হয়ে থাকার শৃঙ্খল ভেঙ্গে নারীদের শিক্ষিত হবার পথ তৈরি করে গেছেন ডাঃ এম.এম আমজাদ হোসেন। এরপর থেকে আলোকিত এনায়েতপুর থানা গড়তে পুরুষের মতই নারীরা অগ্রগামী। এলাকায় বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলেও নারী জাগরণে এখনো মুল ভুমিকায় আলহাজ মোসলেম উদ্দিনের মত মানুষদের গড়া আমাদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। আর প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি এম এ হায়দার হোসেন জানান, আমাদের উত্তরসুরীদের হাতে গড়া নারী বান্ধব এ প্রতিষ্ঠানটি নারী উন্নয়নে ইতিহাস হয়েই বেঁচে আছে। যা নিয়ে আমরা গর্ব করি। তিনি জানান, যথাযথ পাঠদানের পাশাপাশি বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার মাসে বিদ্যালয়টির জন্ম হওয়ায় প্রতিবছর ভাষা শহীদদের স্মৃতি প্রতি শ্রোদ্ধা জানিয়ে আমরা "শহীদ স্মৃতি বৃত্তি" দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের প্রদান করে আসছি। এদিকে নারী জাগরণে ভূমিকা রেখে যাওয়া এ প্রতিষ্ঠানটি এলাকার পিছিয়ে পড়া মেয়েদের এখানো আলোর মুখ দেখাচ্ছে বলে জানিয়েছেন, সিরাজগঞ্জ-৫' আসনের এমপি আলহাজ আব্দুল মজিদ মন্ডল। তিনি জানান, সমাজের নারীদের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করতে এ বিদ্যালয়টি যারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন আমরা তাদের চিরদিন স্মরণ করবো।